যুগান্তর

তারিখ ... 07 SEP 2016
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ২ ...

আইন লংঘন করে পরিচালনা

ইউনিভার্সিটি অব সাউথ এশিয়াকে শোকজ

যুগান্তর রিপোর্ট

ইউনিভার্সিটি অব সাউথ এশিয়াকে মঙ্গলবার কারণ দর্শানো নোটিশ (শোকজ) দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এক মাসের মধ্যে প্রতিষ্ঠানটির কর্তৃপক্ষকে শোকজের জবাব দিতে হবে। এর মধ্যে সন্তোষজনক জবাব দিতে না পারলে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি বন্ধ করে দেবে সরকার। অন্যদিকে প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটিকেও শোকজের প্রক্রিয়া চলছে বলে জানা গেছে।

জানতে চাইলে মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব হেলাল উদ্দিন সোমবার যুগান্তরকে বলেন, ইউনিভার্সিটি অব সাউথ এশিয়াকে শোকজ করা হচ্ছে। এ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত শিক্ষামন্ত্রী অনুমোদন করেছেন। প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটির বিষয়েও ইউজিসির সুপারিশ অনুযায়ী পদক্ষেপ নেয়ার প্রক্রিয়া চলছে। উভয় বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিল করেছে। তারই আলোকে এই ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটিকে শোকজের প্রক্রিয়া চলছে

মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, ইউজিসির চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নানের নেতৃত্বে একটি পরিদর্শক দল ৭ আগস্ট ইউনিভার্সিটি অব সাউথ এশিয়া পরিদর্শনে গিয়ে সার্বিক পরিবেশ দেখে খুবই হতাশ হন। বিশ্ববিদ্যালয়টিতে ভিসি, প্রোভিসি, কোষাধ্যক্ষ, রেজিস্ট্রারসহ দায়িত্বশীল কোনো পদেই কর্মকর্তা নেই। একই ক্লাসরুমে একাধিক সেমিস্টারের ক্লাস চালানোর ঘটনা পরিদর্শন টিম হাতেনাতে ধরে ফেলে। ২০০৩ সালে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়টি আইনের অন্যান্য অপরিহার্য ধারাও পূরণ করেনি। সূত্র জানায়, শোকজে আইনের কোন কোন ধারা লংঘন করা হয়েছে, সে তথ্যও তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি আইন লংঘন করে পরিচালনার দায়ে কেন বন্ধ করা হবে না— এক মাসের মধ্যে তার কারণ দর্শাতে বলা হয়েছে।

অপরদিকে প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটিকেও শোকজের প্রক্রিয়া চলছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়টিও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনের বিভিন্ন ধারা লংঘন করে চলছে বলে ইউজিসির প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। জানা গেছে, ইউজিসির সদস্য অধ্যাপক ইউসুফ আলী মোল্লার নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি দল ২১ জুলাই এই বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনে যান। পরিদর্শন দলের একজন সদস্য যুগান্তরকে বলেন, পরিদর্শনকালে এবার তারা আগে করা সুপারিশ কতটা দূর করা হয়েছে তা খতিয়ে দেখেন। ■ পৃষ্ঠা ১৬ : কলাম ৬

ইউনিভার্সিটি অব সাউথ এশিয়াকে

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

কিন্তু পরিদর্শন দল তাজ্জব হয়ে যায়। সুপারিশের ২৮ মাস পরও অনেক ত্রুটি দূর করা হয়নি। এর আগে ২০১৪ সালের ২৩ মার্চ আরেকটি দলও এই বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করেছিল। এ ব্যাপারে প্রতিবেদনে বলা হয়, ভিসি, প্রোভিসি, কোষাধ্যক্ষ নিয়োগ করা হয়নি। স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণ সংক্রান্ত অগ্রগতি মোটেও সন্তোষজনক নয়। ১২ জনের সিন্ডিকেট আছে। কিন্তু সভা হয় না। আইনের ১৭ ধারা চরমভাবে লংঘিত হয়েছে। পূর্ণকালীন শিক্ষকের সংখ্যা খণ্ডকালীন শিক্ষকের চেয়ে আনুপাতিক হারে অনেক কম। বিভিন্ন বিভাগে সিনিয়র শিক্ষক নেই। আজ পর্যন্ত চাকরি প্রবিধানমালা তৈরি করেনি। এটি আইনের ৪৩ ধারার লংঘন। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোগ্রামের জন্য নিয়োজিত শিক্ষকের সংশ্লিষ্ট বিষয় পরিচালনার যোগ্যতা নেই। ছোট কক্ষে দায়সারা গোছের ল্যাবরেটরি দেখানো হয়েছে, যা মোটেও মানসম্মত নয়। বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার ১৩ বছর পার হলেও স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণ বা জমি ক্রয় করতে পারেনি। এসব কারণে ইউজিসির প্রতিবেদনে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে আইনের ৪৮ ধারা অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়ার সুপারিশ করা হয়। তবে তার আগে এক মাসের সময় দিয়ে ঘাটতি পূরণের সুযোগ দেয়ার সুপারিশও এতে আছে। এ ধারায় আইনের কোন কোন অংশ (ধারা) লংঘন করলে কোন প্রক্রিয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ বাতিল করা যায়, সে নির্দেশনা আছে।